'এবং মহুয়া'– বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list- 2022, In Arts & Humanities Group sl. no. 79 page 32/106, In Indian Language sl. no. 226 page 95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪ তম বর্ষ, ১৫১ সংখ্যা, জুন, ২০২২

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-2022, In Arts & Humanities Group sl.no. 79 page 32/106, In Indian Language sl no.226 page95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য,সংস্কৃতি ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪ তম বর্ষ, ১৫১ সংখ্যা

জুন,২০২২

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

পায়েল দাস বেরা

মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

(বিনিময় ৫০০টাকা)

২৮ .ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গ মুসলিম নারীদের ভূমিকা
প্রসঙ্গে একটি পর্যালোচনা (১৯০৫ খ্রীঃ -১৯৪২খ্রীঃ)
:: ড. সুলজ বালা ১৮২
২৯ .আধুনিক সময় ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা : মোক্ষ বিষয়ে এক অধ্যয়ন
:: ড . জয়ন্ত নন্দী ১৯৫
৩০ .প্রসঙ্গ সত্যাগ্রহ : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
:: ড . দেবব্রত সাহা ২০৫
৩১ .শঙ্খ ঘোষের কবিতা : রাজনীতির সেকাল-একাল
:: ড . প্রতাপ ব্যাপারী ২১০
৩২ .ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলার সাময়িক পত্রপত্রিকাতে
নারী স্বাস্থ্য ও নারী চেতনা: প্রসঙ্গ অন্তঃপুর পত্রিকা
:: ড . ঋতব্রত গোস্বামী ২১৯
৩৩ .রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩): এক ধর্মনিষ্ঠ যুক্তিবাদী সংস্কারক
:: ড . মিঠু জানা ২৩৪
৩৪ .সমনামে দূতকাব্যমালা
:: ড . শঙ্কর চ্যাটার্জী ২৩৯
৩৫ .নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটোগল্পে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা : একটি নিবিড় পাঠ
:: ড. অমৃতা সাহা ২৪৬
৩৬ .বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ সচেতনতা ও বাস্তুতন্ত্রের ধারণা
:: ড . অবিনাশ সেনগুপ্ত ২৫৫
৩৭ .'মহেশ' গল্পে গণবেদনার চিত্র
:: ড . চৈতালী মান্ডি ২৬০
৩৮ .গল্পকার নজরুল
:: ড . সুশান্তকুমার দোলই ২৬৩
৩৯ .ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে জ্যোতিবা ফুলে
:: ড . তারক নাথ জাঁতুয়া ২৬৮
৪০ .'নারাচ': ইতিহাসের অন্ধকারে আলোর অনুসন্ধান
:: ড . সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী ২৭২
৪১ .রবীন্দ্র-নজরুল : এই সময়
:: ড . শচীন্দ্রনাথ বালা ২৮০
৪২.জৈন দর্শনে আত্মার ধারণা
:: ড. নিতাই চন্দ্র দাস ২৮৮
৪৩ .প্রফুল্ল রায়ের ছোটোগল্প 'মাঝি' :প্রেক্ষিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
:: সত্য দাস ২৯৩

বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ সচেতনতা ও বাস্তুতন্ত্রের ধারণা

ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত

বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্কের আধুনিক দর্শনের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের আন্তঃনির্ভরতা ও আন্তঃসম্পর্কের মৌলিক নীতিগুলির নিখুঁত মিল রয়েছে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। মহাবিশ্বের উৎপত্তির সময় থেকেই মানুষ এবং জীবকূল প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কারণ জৈব উপাদানগুলির পাশাপাশি পৃথিবী, জল, মেঘ, সূর্যালোক অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য উপাদান। পরিবেশ সংরক্ষন ও তার সুরক্ষা মানুষের বেঁচে থাকার পাশাপাশি সমস্ত প্রাণীকূলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সেজন্যই আমাদের অবশ্যই বাস্তুতন্ত্রকে শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণ করতে হবে। সমস্ত জীব পরস্পর নির্ভরশীল এবং তাদের নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত। বিশ্বের অন্যান্য প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া মানুষের টিকে থাকা অসম্ভব।[১]

বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা গৌতম বুদ্ধের সময় থেকেই দেখা যায়। বুদ্ধের সময়েই ধর্মীয় ও দার্শনিক শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই গঙ্গা নদী অববাহিকা অঞ্চল এবং তার পাশ্র্ববর্তী অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে সভ্যতার বিস্তার ঘটে চলেছিল। আগুন এবং লোহার ব্যবহারের ফলে নতুন নতুন আবাদ অঞ্চল গড়ে ওঠে। এই সময় থেকেই প্রাণী ও বৃক্ষ জগতের ধ্বংস সাধনের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধন এই সমস্যাকে অনেক বাড়িয়ে তুলেছিল। এই সময়ই বৌদ্ধ ধর্ম সম্পদকে রক্ষা এবং সংরক্ষণের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দান করে এবিষয়ে সচেতনতা প্রকাশ করে। বৌদ্ধ ধর্মের ধারনার মধ্যে যে জাগতিক সুখ-দুঃখের সম্পর্কে সচেতনতা দেখতে পাওয়া যায় তা শুধুমাত্র এর উপযোগিতা প্রকাশ করে তা নয় জীব জগৎ সম্পর্কেও নিয়ত সজাগ ভাবকে প্রকাশ করে। এবং সেজন্যই বৌদ্ধ ধর্ম এত সফলতা লাভ করেছিল।[২] বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত মানব নৈতিকতার ধারণার মধ্যেই প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি সজাগ চিন্তা প্রকাশ পায়। অগন সুত্ত (Agganna Sutta) বিবর্তন ও ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর যাত্রাপথের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছে যে প্রাকৃতিক কার্যক্রম মানুষের আচড়ণ ও নীতির দ্বারা প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩]

আদিম সমাজের মানুষের কার্যক্রমের বিশ্লেষন করতে গিয়ে Henri Frankfort লিখেছেন- "In primitive society thought does not operate autonomously. The